সমকাল

তারিখ 06 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২...৩ কলাম ...

কোনো স্থায়ী কক্ষ না থাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের সামনে খামারবাড়ির বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ইচ্ছে স্কুলে এভাবেই পথশিশুদের পড়াচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

পথশিশুদের জন্য 'ইচ্ছে স্কুল'

■ সৌরভ হাবিব, *রাজশাহী ব্যুরো*

শনিবারের বিশেষ

তাদের কেউ ভিক্ষা করত, কাগজ-পলিথিন-খালি পানির বোতল কুড়াত, বস্তি থেকে কাজের টানে ছুটে আসত ক্যাম্পাসে। স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ ছিল না তাদের। কিন্তু সে ইচ্ছে পূরণ করতেই গড়ে উঠেছে 'ইচ্ছে' নামের স্কুল। বিকেল হলেই অন্তজা বিনতে আমিনুলের মন ছুটে যায় সে স্কুলের দিকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী তিনি। কিন্তু তার বিকেলের বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম হলো ইচ্ছে স্কুলের শিশুদের পাঠদান। 'যেদিন স্কুলে না যাই, বাচ্চাদের জন্য মায়া লাগে। তাদের পড়ানো, দুষ্টুমি, ছুটি শেষে ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আবদার খুব মিস করি।' শুধু এক অন্তজা নন, তার মতো কয়েকজন তরুণ-তরুণী মিলে পরিচালনা করছেন 'ইচ্ছে স্কুল'। বিনা খরচে এসব শিশুদের পড়ান তারা। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ফুল, বই, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিক্রি করে এসব শিশুর পড়ার খরচ জোগাড় করেন স্কুলটির উদ্যোক্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ শিক্ষার্থী। এমন ছোটখাটো বাণিজ্যের টাকায় শিশুদের খাতা-কলম, জামা কেনেন তারা, শিশুদের পাঠদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গরুর খামারের বারান্দায়।

কথা হচ্ছিল 'ইচ্ছে' স্কুলের ছাত্রী ইতি আক্তারের সঙ্গে। সে এখন মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। বাবার বাড়ি খুলনায়। তার মা কাজ করেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসায়। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

পথশিশুদের জন্য 'ইচ্ছে স্কুল'

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ইতির ভাষায়, 'ইচ্ছে স্কুলে প্রথম থেকেই আসি। এখানে পড়েই বেশি মজা। স্কুলে যা কম বুঝি, এখানে এলে তা ভালোভাবে বুঝতে পারি।' কুমিল্লার লাকসাম থেকে এসে গৃহকর্মীর কাজ করা মায়ের কন্যা মণিও পড়ছে ইচ্ছে স্কুলে। কী শিখেছে জানতে চাইতেই শুদ্ধ উচ্চারণে শুনিয়ে দেয় দুটি ছড়া। তাছাড়া অঙ্ক, বাংলা ও ইংরেজিও আপু-ভাইয়াদের কাছ থেকে শিখছে বলে জানায় সে।

কীভাবে শুরু এমন স্কুলের? ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কয়েক বন্ধু মিলে ফুলের দোকান দিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে। নিজেদের আয়ে দুস্থ মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছে তাদের। ফুল বিক্রি করে তাদের লাভ হয় প্রায় চার হাজার টাকার মতো। সে টাকা দিয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশের বস্তি এলাকা থেকে প্রায় ৭০ শিশুকে নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ফোকলোর চত্বরে এক বেলা খাওয়ানোর আয়োজন করেন তারা। কিন্তু সেদিনই তারা উপলব্ধি করলেন, এক বেলা খাওয়ানোর এ আয়োজন আসলে কিছুই নয়। অবহেলিত শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এমন কিছু করা দরকার, যা তাদের ভবিষ্যতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। তাই পথশিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা করল তারা। উদ্যমী এই ছাত্র-ছাত্রীরা গড়ে তুলল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ইচ্ছে'।

এ প্রসঙ্গে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি দেবশ্রী মণ্ডল বলেন, 'মেধা দেই, শ্রম দেই, আর্তমানবতার সেবা করি, পৃথিবীকে বদলে দেই'– এ স্লোগান নিয়ে ২০১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'ইচ্ছে' গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিপাকে পড়লাম পথশিশুদের একত্রিত করতে গিয়ে। মির্জাপুর, জাহাজঘাট, বিনোদপুর এলাকার বস্তিগুলোতে ঘুরে কাউকে পেলাম না। তাদের বাবা-মা বলতেন, 'স্কুলে গিয়ে পেট ভরবে? বাচ্চা নিতে হলে মজুরি দিতে হবে।' কিন্তু বাচ্চাদের মজুরি দেওয়ার সাধ্য আমাদের ছিল না। তাই ফিরে এলাম হতাশ হয়ে। একদিন বন্ধু আরিফুজ্জামান সুমন মির্জাপুর বস্তিতে নিয়ে গেল। সেখানে আমরা পড়ার খরচ দেওয়ার শর্তে ১৮ শিশুকে পেলাম। তারা কখনও স্কুলে যায়নি। দেবশ্রী বলেন, "প্রথম দিকে তাদের খাবার দিয়ে আকৃষ্ট করতাম। পরে তাদের মধ্যে ১৪ জনকে একসঙ্গে মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলাম। এরা স্কুলে না গেলে বা কোনো ক্ষতি করলে তার দায়ভার আমরা নেব বলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে লিখিত দিতে হলো। তাদের কারও অভিভাবক হলাম আমি, কারও কারও হলো সুমন, কণিকা, শাম্মী, শান্তা, সেলিম, মামুন, আলী, আহমদ, মুক্তি ও মোমিন। সকালে তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বিকেলে 'ইচ্ছে' স্কুলে পড়াশোনা করছে। প্রথম দিকে বিকেলের ঘুমের কারণে আমাদের অনেকেই আসতে পারত না। হল থেকে প্রতিদিন আসতেও কষ্ট হতো। তখন আমি আর সুমন জমানো টাকায় একটা সাইকেলও কিনে ফেলি।"

বর্তমানে স্কুলটিতে পড়াচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী। বিনা বেতনে সপ্তাহে দু'দিন করে একজন সদস্য ক্লাস নেন ইচ্ছে স্কুলে। বর্তমানে ১৯ শিশু নিয়মিত স্কুলে পড়াশোনা করছে। 'ইচ্ছে'র বর্তমান সভাপতি পরাগ সাকলাইন বলেন, 'আমাদের স্থায়ী কোনো কার্যালয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গরুর খামার বাড়ির বারান্দায় মাদুর পেতে ক্লাস নিতে হচ্ছে। রাকসু ভবনে একটি কক্ষের জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (টিএসসিসি) একটা কক্ষ হলেও চলে। কিন্তু পাচ্ছি না। স্থায়ী একটি কক্ষ পেলে আমাদের স্কুলের গতি আরও বাড়বে।' তিনি জানান, 'ইচ্ছে' আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা হয়। পহেলা বৈশাখ, চৈত্রসংক্রান্তি, ভালোবাসা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নববর্ষ– এরকম দিবসে মৌসুমি দোকান দিয়ে যে টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে স্কুল চালানো হয়।

ইচ্ছের উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ছাদেকুল আরেফিন মাতিন বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থাকলেও সেগুলোর তুলনায় 'ইচ্ছে'র কার্যক্রম শুরু থেকেই ব্যতিক্রম। এর সদস্যদের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের মির্জাপুর বস্তির অবহেলিত শিশুরা এখন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।"